৪ হর্ষবর্ধন:

উত্তর:— গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংস স্তূপের উপর গড়ে ওঠা উত্তর ভারতের রাজ্য সমূহের অন্যতম হল থানেশ্বর। হর্ষবর্ধনের রাজত্ব কালে (৬০৬ - ৬৪৭ খ্রীঃ) থানেশ্বর সহ উত্তর ভারতের এক বিশাল অংশ রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। হর্ষবর্ধন কেবল মাত্র সমর কুশলী নায়ক ছিলেন তা নয়, সেই সঙ্গে তিনি একজন প্রতিভা সম্পন্ন প্রজা হিতৈষী সম্রাট হিসাবে খ্যাত হয়ে আছেন।

(বানভট্টের 'হর্ষচরিত', হিউয়েন সাঙ এর 'সি-ইউ-কি', অজ্ঞাত চীনা লেখক এর 'ফাং-চি', মা-তোয়ান-লিনের বিবরনী, হর্ষবর্ধনের 'বাঁশখেরা' ও 'মধুবন লেখ' এবং চালুক্য রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর 'আইহোল' লেখ সূত্রে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত সম্যক জানা যায়। তবে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় - হর্ষের কীর্তি কাহিনী সম্বলিত সূত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী তথ্য সমন্বিত; আবার কোথাও বা অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট অথবা প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব।)

উত্তর ভারতের এক বিশেষ রাজনৈতিক সংকটকালে হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহা-সনে আরোহন করেন। ইতিপূর্বে উত্তর ভারতে দুই পরস্পর বিরোধী শক্তিজোট গঠিত হয়ে গেছিল। এই দুই শক্তিজোটের একটি হল — থানেশ্বর-কনৌজ জোট এবং অপরটি হল - মালব-গৌড় বঙ্গ জোট। এই দুই জোট গঠন সূত্রে উত্তর ভারতের রাজনীতি বেশ জটিল হয়ে ওঠে। মালবরাজ দেবগুপ্ত রাজ্যবর্ধনের ভগ্নীপতি গ্রহবর্মনকে হত্যা করে কনৌজ অধিকার করেন। এ কারনে রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এবং এক সম্মুখ যুদ্ধে তাকে হত্যা করেন। এ সময় গৌড়রাজ শশাঙ্ক কনৌজ আক্রমন করেন এবং কোন এক বিশেষ কৌশল ক্রমে রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেন। এই রকম পরিস্থিতিতে শশাঙ্ককে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে হর্ষবর্ধন কামরূপ রাজ ভাস্কর বর্মনের সঙ্গে এক মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে R.S Tripathi লিখেছেন — শশাঙ্কের শক্তি বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে ভাস্কর বর্মন হর্ষবর্ধনের সঙ্গে মৈত্রী জোট গঠনের বিষয়ে অগ্রনী ভূমিকা গ্রহন করে ছিলেন।

'হর্ষচরিতে' উল্লেখ আছে — শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে হর্ষবর্ধন জানতে পারেন - ভগিনী রাজ্যশ্রী শত্রু কবলিত কনৌজ হতে কৌশলে নিজেকে মুক্ত করে বিন্ধ্যারণ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। এমতাবস্থায় হর্ষবর্ধন তাঁর মন্ত্রীকে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে কনৌজে প্রেরন করে হর্ষবর্ধন বিন্ধ্যারণ্যে যান। এবং রাজ্যশ্রীকে অগ্নিকুন্ড থেকে উদ্ধার করে হর্ষ কনৌজ এসে নিজ বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হন।

হর্ষবর্ধন ও কনৌজ:

হিউয়েন সাঙ লিখেছেন — গ্রহবর্মনের মৃত্যুর পর কনৌজের অমাত্যগন মন্ত্রী পো-নি-র পরামর্শে হর্ষবর্ধনকে কনৌজের সিংহাসনে আরোহনের বিষয়ে অনুরোধ করেন।

সি-ইউ-কি তে এ বিষয়ে বলা হয়েছে — অবলোকিতেশ্বরের পরামর্শ অনুসারে হর্ষবর্দ্ধন 'মহারাজা' উপাধি গ্রহন করেন নি। এবং কনৌজের সিংহাসনেও আরোহন করেন নি। তিনি শুধু মাত্র 'রাজপুত্র' এই অভিধাটি গ্রহন করেন।

এই প্রসঙ্গে বানভট্ট লিখেছেন — গ্রহবর্মনের মৃত্যুর পর জনৈক 'গুপ্ত' কনৌজের সিংহাসনে আরোহন করেন। এবং অল্প কিছু কাল হলেও কনৌজ তাঁর অধিকারে ছিল। এ ছাড়া নালন্দা সীলমোহর সূত্রে জানা যায় — গ্রহবর্মনের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শূরসেন কনৌজের সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। এ কারনে হিউয়েন সাঙ-এর বিবরনের ভিত্তিতে কোন মতেই বলা যায় না যে, রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরেই কনৌজের অমাত্যদের অনুরোধে হর্ষবর্দ্ধন কনৌজের সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন।

এ ক্ষেত্রে ফাং-চি-র বিবরনের ভিত্তিতে অনুমান করা হয়েছে যে, হর্ষবর্দ্ধন প্রথমে কনৌজের রাজক্ষমতায় দাবীদারদের ঠেকিয়ে রাখার জন্য রাজ্যশ্রীর প্রতিনিধি হিসাবে কনৌজ শাসন করতে থাকেন। পরে কনৌজে নিজ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে 'শিলাদিত্য' উপাধি গ্রহন করেন। এ ভাবে 'রাজপুত্র' হর্ষবর্দ্ধন সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনে পরিনত হন।

হর্ষবর্দ্ধন ও শশাঙ্ক:

বানভট্ট লিখেছেন — বিন্ধ্যারন্যে রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করার পর হর্ষবর্দ্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে কনৌজে এসে পৌঁছন। কিন্তু শশাঙ্কের সঙ্গে তাঁর কোন যুদ্ধ হয়েছিল কি না কিংবা যুদ্ধ হলেও এ যুদ্ধের ফল কি হয়েছিল — এ বিষয়ে বানভট্ট কোন কথাই লেখেন নি। হিউয়েন সাঙ এ বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছুই বলেন নি। এ মতাবস্থায় অনুমানের ভিত্তিতে ঐতিহাসিকেরা হর্ষবর্দ্ধন ও শশাঙ্কের সম্পর্ক নির্নয়ের চেষ্টা করেছেন। R. S. Tripathi লিখেছেন — হর্ষবর্দ্ধনের বাহিনী কনৌজের সন্নিকটে এসে পৌঁছলে শশাঙ্ক গৌড়ে সরে যান। সেহেতু শশাঙ্ক স্থির করেছিলেন — গৌড় বঙ্গ হতে বহু দূরে অবস্থিত কনৌজে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আসা হর্ষবর্দ্ধনের বাহিনী এবং পূর্বদিক থেকে এগিয়ে আসা ভাস্কর বর্মনের বাহিনীর সম্মুখীন হওয়া তাঁর বিপর্যয়ের কারন হয়ে উঠতে পারে। এ কারনে তিনি কনৌজ সংলগ্ন অঞ্চল ত্যাগ করে গৌড়ে ফিরে আসেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ ত্রিপাঠী ও ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত সমর্থন করেন নি। নালন্দা সীলমোহরের উপর ভিত্তি করে তিনি লিখেছেন — শশাঙ্কের কনৌজ অধিকার এক তথ্য সম্মত ঘটনা। সে হেতু কনৌজ ত্যাগের পূর্বে শশাঙ্ক গ্রহবর্মনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরসেনকে নিজ প্রতিনিধি হিসেবে কনৌজে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

'আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্পে' বলা হয়েছে — হর্ষবর্দ্ধন কর্নসুবর্ন আক্রমন করে শশাঙ্ককে পরাজিত করেন এবং তিনি শশাঙ্ককে এই মর্মে অঙ্গীকার করতে বাধ্য করেন যে, গৌড়রাজ নিজ রাজ্যের কোন ও ভূ-খন্ডে নিজ আধিপত্য স্থাপনের বিষয়ে —

প্রয়াসী হবেন না। অবশ্য এই বৌদ্ধ গ্রন্থটিতে আরো বলা হয়েছে — পূর্ব ভারত জয়ের অতি-অল্পকাল পর হর্ষবর্ধন নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে বাধ্য হন। 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পের' এই বিবরণ অসঙ্গতি দোষে দুষ্ট। ডঃ মজুমদার লিখেছেন — 'সি-ইউ-কি' এবং লেখ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর সঙ্গে 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পের' বিবরণের কোন ও মিল নেই।

রাধাগোবিন্দ বসাক প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা শশাঙ্কের মেদিনীপুর লেখটির (৬১৯ খ্রীঃ) ভিত্তিতে অনুমান করেছেন — সম্ভবতঃ ৬০৬ থেকে ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন ও এক সময়ে হর্ষবর্ধনের প্রথম অভিযান অথবা হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মনের যুক্ত আক্রমণের ফলে শশাঙ্ক এক সামন্ত শাসকে পরিণত হয়েছিলেন। কেননা, মেদিনীপুর লেখটিতে শশাঙ্ক 'মহারাজাধিরাজ' অভিধাটি ব্যবহার করেননি, এবং শশাঙ্কের আলোচ্য পর্বের স্বর্ণমুদ্রাগুলি অতিরিক্ত খাদ যুক্ত। ডঃ বসাকের অভিমতের বিপরীত করে ডঃ মজুমদার লিখেছেন — "Harsha could not achieve any success against Sasanka and it was probably after his death that Harsa conquered Magadha".

এ বিষয়ে ডঃ মজুমদার আরো বলেন — ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্ক গৌড়বঙ্গ, দক্ষিণ-বিহার ও উড়িষ্যার উপর পূর্ণ আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন।

'মা-তোয়ান-লিনের' রচনা সূত্রে জানা যায় — ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন মগধ, গৌড়, উড়িষ্যা এবং কোঙ্গদ জয় করেছিলেন। অবশ্য ঐ সময়ের পূর্বে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়েছিল। হর্ষবর্ধনের কোনটি লেখ পূর্ব বাংলায় আবিষ্কৃত হয়েছে। এতদ্সত্ত্বেও ঐতিহাসিকেরা মনে করেন — ভাগীরথীর পূর্ব ভাগে হর্ষবর্ধনের স্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

হর্ষবর্ধন ও পশ্চিমভারত:

শশাঙ্কের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযানের পর হর্ষবর্ধন বলভীর মৈত্রক পক্ষের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। এ সংঘর্ষের ফলে বলভীরাজ ধ্রুবসেন পরাজিত হয়ে হর্ষের আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু অল্প কালের মধ্যে তিনি গুর্জর রাজ দ্বিতীয় দদ্দের সহযোগিতা পেয়ে হর্ষের অধীনতা অস্বীকার করেন। উল্লেখ্য, উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষবোধ উভয় পক্ষে কূটনৈতিক বোঝাপড়াক্রমে হর্ষ ধ্রুবসেনের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দেন। এই সূত্রে বলভী হর্ষের আনুগত্য মিত্র রাজ্যে পরিণত হয়। এর সঙ্গে বলভীর অধীনস্থ আনন্দপুর, কচ্ছ এবং কাথিয়াওয়াড় প্রভৃতি অঞ্চলগুলি হর্ষের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে।

হর্ষবর্ধন ও দ্বিতীয় পুলকেশী:

হর্ষের পশ্চিম ভারত অভিযান কালে — গুজরাট, মালব ও গুর্জর রাজ্যগুলি আতঙ্কিত হয়ে পুলকেশীর আনুগত্য স্বীকার করে। এর সূত্রে হর্ষ ও পুলকেশীর মধ্যে

বিরোধ বাধে। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন— পঞ্চভারত হতে সৈন্য সংগ্রহ করে হর্ষ পুলকেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। V.A Smith লিখেছেন — নর্মদা উপত্যকায় অনুষ্ঠিত যুদ্ধে হর্ষ পরাজিত হন। কিন্তু ড: মজুমদার লিখেছেন — গুজরাট, মালব ও গুর্জর রাজ্যগুলি নর্মদা উপত্যকার উত্তরে অবস্থিত ছিল। এ কারণে হর্ষের পক্ষে নর্মদার উত্তর তীর ভেদ পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ায় সম্ভব ছিল না।

হর্ষবর্ধন এবং সিন্ধু, কাশ্মীর ও নেপাল:

বানভট্ট লিখেছেন — হর্ষ সিন্ধুরাজকে পরাস্ত করে তাঁর রাজ্যলক্ষ্মীকে হরণ করেছিলেন। কিন্তু হিউয়েন সাঙ সিন্ধুকে স্বাধীন দেশ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে বলা যায় — সিন্ধুর সঙ্গে হর্ষের কোন সংঘর্ষ বেধে থাকলে তা সীমান্ত সংঘর্ষের অতিরিক্ত কিছু বলে মনে হয় না। এর পর হর্ষ ধীরে-ধীরে নেপাল, কাশ্মীর, তিব্বত আক্রমণ করেন এবং ঐ সব রাজ্যগুলি গ্রাস করে ফেলেন। এই প্রসঙ্গে R.K Mukherjee বলেছেন— "with all possible reservations it cannot ------- of the whole of Northern India."

হর্ষের সাম্রাজ্য:

'আইহোল' লেখতে হর্ষ 'সকলোত্তরপথনাথ' এই অভিধায় ভূষিত হয়েছেন। হর্ষের সাম্রাজ্য প্রত্যক্ষ শাসনাধীন এবং প্রভাবাধীন সাম্রাজ্য এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চলের মধ্যে ছিল — থানেশ্বর (পূর্ব পাঞ্জাব), কনৌজ, অহিচ্ছত্র, শ্রাবস্তী (অযোধ্যা), মগধ, উড়িষ্যা, কজঙ্গল (রাজমহল) এবং গৌড় (পশ্চিমবঙ্গ)। তার হর্ষের প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলি হল — কামরূপ, বলভী এবং ১৮টি সামন্ত রাজ্য। এছাড়া কাশ্মীর ও জলন্ধর তাঁর সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। উল্লেখ আছে ঐ সমস্ত রাজ্যের রাজারা কনৌজ ও প্রয়াগের মহাসম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

হর্ষের সাম্রাজ্য যে এক সুবিশাল সাম্রাজ্য ছিল সে বিষয়ে কোন বিতর্ক থাকতে পারে না। কেননা তার পরম বৈরী চালুক্য রাজ্য শক্তিও তাকে — 'সকলোত্তরপথনাথ' হিসেবে স্বীকার করেছেন। তবে বিশাল সৈন্য বাহিনী পোষণ এবং ধর্মীয় ব্যয়ের কারণে তাঁর রাজকোষে অর্থসম্পত্তির স্বল্পতা ছিল। ভূমিদানের মাধ্যমে পারিতোষিক প্রদান এই বিষয়টিকে সমর্থ করে।

The End

Lokeswar Manna
(Dept. of History)